তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০১৫

**বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে অবিচল ছিলেন**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুপরিকল্পিত ও দক্ষ নেতৃত্বের কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছিল৷ শত বঞ্চনা সহ্য করে বাঙালি জাতির মুক্তি এনে দিয়েছেন৷

আজ রাজধানীর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন’-শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন৷

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশ ২০০০ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হতো। কিন্তু ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে মূলত বাংলাদেশের স্বপ্নকেই ধ্বংস করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রেতাত্মা যারা ২৫ বছর শাসন শোষণ করেছে তারা আবার দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। যত ষড়যন্ত্রই করা হোক না কেন ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হবে বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, পাকিস্তানিরা আমাদের খুবই নিম্ন শ্রেণির মানুষ হিসাবে গণ্য করতেন৷ সকল বিষয়ে আমাদের সাথে বৈষম্য ছিলো৷ এমনকি বাঙালিদের ঋণও দেওয়া হতো না৷ এগুলো প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে৷ যার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমাদের এই মহান বিজয়৷ দেশকে ভালোবাসতে হলে, মানুষকে ভালোবাসতে হলে মুক্তিযোদ্ধাদের ভালোবাসতে হবে৷

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুৎ-গ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সকল খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাঙালি এখন আর ফকির-মিসকিনের জাতি নয়। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে৷ আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেই প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব৷

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইবরাহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমান, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফর এবং অতিরিক্ত সচিব মলয় চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রুবেল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০১৪

**বোয়ালখালী উপজেলা চেয়ারম্যান নূরুল আলমের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নূরুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ বোয়ালখালীতে নিজগৃহে ৭০ বছর বয়সে দীর্ঘ চিকিৎসাধীন এই প্রবীণ রাজনীতিবিদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই মেয়ে, দুই ছেলেসহ স্বজন ও গুণগ্রাহীদের রেখে গেছেন তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান তার শোকবার্তায় বলেন, ছাত্রজীবন থেকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আজীবন ধারণকারী নূরুল আলম দলের দুঃসময়ে স্যার আশুতোষ কলেজ ছাত্রলীগের ভিপি, বোয়ালখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব কৃতিত্বের সাথে পালন করেন। উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি এলাকাবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০১৩

ভারতের হাইকমিশনারের সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক

**ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির আশাবাদ**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের ঘনিষ্ট বন্ধুরাষ্ট্র এবং বৃহৎ ব্যবসায়িক অংশীদার। ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এ সকল পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বাণিজ্য সহজ করলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি অনেক বাড়বে এবং উভয় দেশের বাণিজ্য ব্যবধান কমবে। বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক মানের পণ্য তুলনামূলক কম দামে সরবরাহ করতে সক্ষম। এজন্য ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের স্থলবন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য জটিলতা দূর করতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নবনিযুক্ত  
 হাইকমিশনার Pranay Varma এর সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্ডারহাটগুলো উভয় দেশের মানুষের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ভারতের সেভেন সিস্টার খ্যাত রাজ্যগুলোর মানুষগুলো উপকৃত হয়েছে। এতে উভয় দেশের মানুষ খুশি। ভিসা ইস্যু সহজ হলে মানুষের যাতায়াত বাড়বে। এতে উভয় দেশের মানুষ উপকৃত হবে। বাংলাদেশ ভারতের বাজারে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে আগ্রহী, এজন্য ভারত সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

ভারতের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ ভারতের ভালো বন্ধু। ভারত সরকার সবসময় বাংলাদেশকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সহযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। আকাশপথের পাশাপাশি সড়ক ও নৌপথে যোগাযোগ উন্নত হয়েছে। ভারতে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ সহজ হয়েছে। এর ফলে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রণয় ভার্মা আরো বলেন, রেলপথে কনটেইনারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের কারণে উভয় দেশ উপকৃত হয়েছে। সড়কপথের পাশাপাশি ট্রেন যোগাযোগ স্থাপনের ফলে উভয় দেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের জন্য পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে এ পাইপ লাইন ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এতে উভয় দেশের মানুষ উপকৃত হবে। ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল ও ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। আশা করা যায়, আগামী দিনগুলোতে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

#

বকসী/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৯০৭ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫০১২

ওআইসির দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলনে আইনমন্ত্রী

**দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, প্রতিরোধে ওআইসি’র সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার**

সৌদি আরব, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, যা থেকে পৃথিবীর কোনো দেশই মুক্ত নয় এবং এই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশকেও দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান এবং জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় ওআইসি এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা (ওআইসি) এর সদস্য দেশগুলোর দুর্নীতি বিরোধী আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জন্য প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের দুদিনব্যাপী সম্মেলনে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সম্মেলন আজ সৌদি আরবের জেদ্দায় শুরু হয়েছে। সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ওআইসির স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে আইনমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, ব্যাংকিং ও ননব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও তদারকি ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্তরে জাতীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কাঠামো, উন্নত শাসন ব্যবস্থা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা ইউনিট, সততার দোকান ও সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার জন্য গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, আমরা ইতিমধ্যে সকল স্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধে ফৌজদারি আইন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্যের অধিকার নিশ্চিতে তথ্য কমিশন, মানি লন্ডারিং আইন, সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধে পারস্পরিক আইনি সহায়তা, সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম প্রতিরোধসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

সভায় আইনমন্ত্রী বলেন, আমরা অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ করা এবং বাজেয়াপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। এ বিষয়ে জাতিসংঘের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কভেনশনের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে অবৈধভাবে পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে কিছু কিছু দেশের বিভিন্ন ধরনের অসহযোগিতায় মন্ত্রী তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

মন্ত্রী দুর্নীতি নেটওয়ার্কের অপতৎপরতা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী কাঠামোর মূল দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে এবং তা মোকাবিলায় যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা, কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল ও উন্নত প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি ওআইসির দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বৃহত্তর ও দ্রুত সহযোগিতার সুযোগ দেবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করে আমাদের একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, সৌদি আরবের দুর্নীতি বিরোধী কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাজিন ইব্রাহিম আলকাহমুস। এই সভায় ওআইসি মহাসচিব হিসেন ব্রাহিম তাহা, জাতিসংঘের ড্রাগস এন্ড ক্রাইম অফিসের নির্বাহী পরিচালক, ইন্টারপোলের মহাসচিবসহ ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ওআইসি দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন গৃহীত হয়।

#

রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/২০২২/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০১১

**চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে**

**-- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জ্বালানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জ্বালানি খাতকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে কাজ করতে হয়। সমন্বিত ও সম্মিলিত উদ্যোগে বিদ্যমান এবং আগত প্রতিকূলতা নিরসন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, ইনোভেশন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের জন্যই দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নাজুক অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। টিম ওয়ার্ক, পরিশ্রম এবং একাগ্রতা থাকলে যে কোনো কাজেই সাফল্য আসে।  আজকের পুরস্কার পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উজ্জ্বীবিত করবে। সেইসাথে অন্য কর্মকর্তাবৃন্দের মাঝেও ইতিবাচক প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ পেট্রোবাংলা, হাইড্রোকার্বন ইউনিট এবং জিএসবিকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন পেট্রোবাংলার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২য়-৯ম গ্রেডের মধ্য হতে উপসচিব (পরিকল্পনা-১) শাকিল আহমেদ,  ১০-১৬ গ্রেডের মধ্য হতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রহিম আজাদ এবং ১৭-২০তম গ্রেডের মধ্য হতে অফিস সহায়ক  বেগম আজিজুন নাহারকে ২০২১-২২ অর্থবছরের  শুদ্ধাচার পুরস্কার দেয়া হয়।

এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জ্বালানি খাতে বিশেষ অবদান ও উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠান ক্যাটেগরিতে পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) এবং ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বাংলাদেশ পেট্টোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবিএম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০১০

**‍জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) অনুযায়ী গঠিত ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় সভা আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি এ বি তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, সংসদ সদস্য মোঃ হাবিবর রহমান, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, মোঃ আবু জাহির, জুয়েল আরেং ও মোছাম্মৎ শামীমা আক্তার খানম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসানসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন   
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, বজ্রপাতসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মন্ত্রণালয় গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম প্রকল্পের অগ্রগতি, ফলাফল ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, বজ্রপাত নিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, রেসকিউ বোট বিতরণ এবং ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

#

সেলিম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৮৪৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০০৯

**পার্বত্য অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব গড়ে তুলছে পার্বত্য কৃষকরা**

**--পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকরা ড্রাগন চাষ করে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পদক অর্জন করছে। পার্বত্য জেলার চাষিরা দেশে প্রচুর আনারস, কলা, কাঁঠাল উৎপাদন করছে। এখানকার কৃষকরা এখন স্বর্ণপদক পাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকরা দেশে সবুজ বিপ্লব গড়ে তুলছে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুইপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুল আলম চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য প্রশাসন ও প্রকল্প পরিচালক ইফতেখার আহমেদ, অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-বাস্তবায়ন মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিয়ষক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ হুজুর আলী।

সভায় তিন পার্বত্য জেলায় মাঝারি মানের ৩টি কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিশ্র ফল চাষ এবং মসলা চাষ প্রকল্পের আওতায় যে সকল গাছ রোপণ করা হয়েছে তার বর্তমান অবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে ৪৮০০ পাড়াকেন্দ্রের মধ্যে কতগুলো পাড়াকেন্দ্র রাখা প্রয়োজন রয়েছে তার একটি কমিটি গঠন করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাগুলোর নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনে তুলা চাষ বৃদ্ধি, কফি ও কাজু বাদাম চাষ, সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ, প্রধানমন্ত্রী গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিশেষ করে গৃহহীনদের মাঝে গৃহ প্রদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০০৮

**যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০২২-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে**

**--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশেষ বাণিজ্যে বাংলাদেশের আস্থা সুদৃঢ়করণে যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০২২-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী রপ্তানি   
বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত ও বিশেষ উন্নয়ন খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

‌ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

‌

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যহত এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বহুমাত্রিকতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ী সমাজের বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যবসায়ীগণকে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে সহায়তার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে তথাকথিত সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, পণ্য বহুমুখীকরণে বিভিন্ন নীতি সহায়তার অংশ হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ৪৩টি পণ্য ও সেবাখাতে রপ্তানি প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম বর্তমান সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতিমালার প্রতিফলন।

‌ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বরিশালের প্রথিতযশা ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাগণ যুগ যুগ ধরে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আসছেন। তিনি তাদের এ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য ধরে রেখে বরিশালবাসীর সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৬৪১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫০০৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫৩৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৬ হাজার ৯৪৭ জন।

                                                      #

কবীর/পাশা/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৬৪১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০০৬

**পুষ্টিহীনতা দূর করতে জিংক সমৃদ্ধ ধানের আবাদ বাড়ানোর আহবান খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বায়োফর্টিফাইড জিংক রাইসের মাধ্যমে দেশের মানুষের জিংকের ঘাটতি পূরণ সম্ভব । তিনি পুষ্টিহীনতা দূর করতে জিংক সমৃদ্ধ ধানের আবাদ বাড়াতে কৃষকদের প্রতি আহবান জানান।

আজ আগারগাঁওয়ে পর্যটন কনফারেন্স হলে ‘বায়োফর্টিফাইড জিংক রাইস অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি ২০২২’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ বায়োফর্টিফাইড জিংক সমৃদ্ধ চাল সম্পর্কে বা এর গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন নন এবং তাঁরা এই জিংক সমৃদ্ধ চাল বা ধান সম্পর্কে জানেনও না। তিনি জিংক সমৃদ্ধ চালে ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। আজকাল আমরা রাসয়নিক ফর্মুলায় তৈরি করা জিংক খাচ্ছি কিন্তু ভাতের মাধ্যমে যে এই উপাদানটি আমরা প্রাকৃতিকভাবে পেতে পারি তা জানি না। এই বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা দরকার।

মন্ত্রী আরো বলেন,দেশের মিলাররা ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী চিকন চাল তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করে থাকে। কারণ গ্রাহক বা ভোক্তা চিকন আর চকচকে চাল পছন্দ করে। তিনি বলেন, গ্রাহকরা জিংক চালের জন্য উৎসাহ দেখান না এবং কৃষকরাও এই ধান চাষ করতে আগ্রহী হন না। কারণ জিংক সমৃদ্ধ ধানের চাল একটু মোটা হয়ে থাকে।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সারাদেশে বছরে ৪ কোটি টন ধান ক্রাসিং হয়। মিলাররা বলেন চাল চিকন করতে গিয়ে ৪-৫ শতাংশ হাওয়া হয়ে যায়। সে হিসেবে বছরে ১৬ লাখ টন চাল হাওয়া হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এটা না করলে বিদেশ থেকে হয়তো চাল আমদানি করতে হতো না। দেশে খাদ্য ঘাটতি হবে না দুর্ভিক্ষও হবেনা। অযথা আতংকিত না হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা সচেতন আছি, দেশে পর্যাপ্ত ধান চালের মজুত রয়েছে।কেউ অবৈধ মজুদ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারি দেন সাধন চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: ইসমাইল হেসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সাখাওয়াত হোসেন, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক মোঃ সাহজাহান কবীর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আহম্মদ, হার্বেস্টপ্লাসের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ কে এম খায়রুল বাশার,খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন,গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রেশন (গেইন) এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. রুদাবা খন্দকার,পোর্টফলিও লিড ড. আশেক মাহফুজ,মিলার প্রতিনিধি মোতাহার হোসেন এবং কৃষক প্রতিনিধি আইয়ুব নবী বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বায়োফর্টিফাইড জিংক রাইস উৎপাদন,প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১১ জন কৃষক, ৩ জন রাইস মিলার ও ১০ জন খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

#

কামাল/ অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১৩৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০০৫

**রাষ্ট্র ধ্বংসকারী ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী বিএনপি নেতাদের মুখে রাষ্ট্র সংস্কারের কথা হাস্যকর**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর):

তথ্যও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপির ২৭ দফা নিয়ে বলেছেন, ‘যারা রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা বন্দুকের নল উঁচিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল আর ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে দল গঠন করেছিল, সেই বিএনপি নেতাদের মুখে রাষ্ট্র সংস্কারের কথা হাস্যকর।’

আজ রাজধানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাকাথন ‘কোড সামুরাই’ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘রাষ্ট্র সংস্কার বলে তারা যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে সেটা আমি দেখেছি। ১৩ নম্বর প্রস্তাবে আছে- দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো আপস করা হবে না। যারা পরপর পাঁচবার দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিল, যাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দুর্নীতির দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত, তারা যখন এ সমস্ত কথা বলে তখন মানুষ হাসে গাধাও হাসে। খন্দকার মোশাররফ সাহেব তো ছাত্রলীগ করতেন। ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করার জন্য রাজনীতির কাকরা সমবেত হয়ে বিএনপি গঠন করেছিল। এই উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী নেতারা যখন রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলে তখন সেটি হাস্যকর ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয়।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২৭ দফায় গতানুগতিক কিছু কথা বলেছে যে সব দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন করছে। আমাদের দেশে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলা হয় তখন রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের ওপর অনাস্থার কথাই চলে আসে। কারণ রাজনীতিতে আমরা সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সেটি তারা করতে চায় না বিধায় অগণতান্ত্রিক কিছুকে আনতে চায়। এটি কখনই সমীচীন নয়।’

ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘কোনো বিরূপ মন্তব্য নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বক্তব্য রেখেছেন। তবে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের জেনেভা কনভেনশন মেনে বক্তব্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের রাজনৈতিক বিষয়গুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এখনকার বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের বা ১৯৭৬-৭৭ সালের কিম্বা ১৯৮২-৮৩ সালের বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশ এখন ২০২২ সালের বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে এখন বাজেট প্রণয়নের জন্য প্যারিস কনসোর্টিয়ামের মিটিংয়ে ছুটে যেতে হয় না। আমাদের বাজেট আমরাই প্রণয়ন করি সুতরাং বিদেশিদের নাক গলানোর কোনো সুযোগ নেই।’

এর আগে মন্ত্রী ঢাবি কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ এবং সফটওয়্যার সংস্থা বিজেআইটি’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘কোড সামুরাই’ ২৪ ঘন্টার হ্যাকাথন উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে পিছিয়ে পড়লেও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে পিছিয়ে পড়েনি। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বহু দেশের আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছি এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে। পাশাপাশি শুধুমাত্র বস্তুগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন নয়, আমাদের সরকার দেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্র এবং সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র -এ রূপান্তরিত করতে চায়।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন ড. হাফিজ মো: হাসান বাবু, ওয়ানপ্রুফ ইনকর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী ইজুমি হিরায়ামা, মারুবেনি কর্পোরেশন ঢাকার মহাব্যবস্থাপক হিকারি কাওয়াই, কোড সামুরাই কমিটি সদস্য ইয়াসুহিরো আকাশি এবং ঢাবির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাইফুদ্দিন মো. তারিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রাথমিক পর্বের পাঁচ শতাধিক থেকে বাছাই হয়ে আসা দেড় শতাধিক প্রতিযোগী হ্যাকাথনের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিচ্ছেন।

#

আকরাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০০৪

**বোরোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৭০ কোটি টাকার প্রণোদনা**

ঢাকা, ৫ পৌষ (২০ ডিসেম্বর) :

বোরোর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১৭০ কোটি টাকার প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। সারাদেশের ২৭ লাখ কৃষক এ প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার পাচ্ছেন।

তিনটি ধাপে বা ক্যাটাগরিতে দেয়া হচ্ছে এসব প্রণোদনা। হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৮২ কোটি টাকার প্রণোদনার আওতায় ১৫ লাখ কৃষকের প্রত্যেককে দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ২ কেজি ধানবীজ। উচ্চফলনশীল জাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৭৩ কোটি টাকার প্রণোদনার আওতায় উপকারভোগী কৃষক ১২ লাখ। এতে একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে পাচ্ছেন।

এছাড়া, সমলয় বা কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধার্থে একটি মাঠে একই সময়ে ধান লাগানো ও কাটার জন্য ১৫ কোটি টাকার প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। এর আওতায় ৬১টি জেলায় ১১০টি ব্লক বা প্রদর্শনী স্থাপিত হবে। প্রতিটি প্রদর্শনী হবে ৫০ একর জমিতে, খরচ হবে ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত থেকে এ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে এসব প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ প্রণোদনা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/শামীম/২০২২/ ঘণ্টা